ভূমিকা

উনবিংশ শতাব্দীর বাংলাদেশে যে ক'জন চিন্তানায়ক জন্ম গ্রহণ করেছিলেন বঙ্কিমচন্দ্র তাঁদের অন্যতম। কিন্তু রসস্রষ্টা বঙ্কিমের গৌরব - প্রভায় চিন্তানায়ক বঙ্কিমের পরিচয় আজও আচ্ছন্ন হয়ে আছে। উপন্যাস সৃষ্টির বাইরে তাঁর সাহিত্য, সমাজ, ধর্ম, দর্শন, ইতিহাস প্রভৃতি বিষয়ক প্রবন্ধাবলী তাঁর প্রগাঢ় পান্ডিত্য ও সুগভীর যুক্তিবাদী মনের পরিচয় বহন করছে। বিশেষ করে বাংলার ইতিহাসাশ্রিত উপন্যাস সমূহের সঙ্গে বাংলার ইতিহাস বিষয়ক প্রবন্ধাবলীতে বঙ্কিমচন্দ্রের যে ইতিহাস চেতনার পরিচয় বর্তমান তা' আজও আমাদের মনে বিস্ময় মিশ্রিত শ্রদ্ধা জাগায়।

সেই শ্রদ্ধা নিবেদনের তাগিদ থেকেই এই গবেষণাপত্রের জন্ম। আমি আমার গবেষণাপত্রের প্রথম অধ্যায়ে 'বঙ্কিমপূর্ব বাংলার ইতিহাস চর্চার ধারা', দ্বিতীয় অধ্যয়ে সেই ইতিহাস চর্চার প্রতিক্রিয়ায় 'বঙ্কিমচন্দ্রের ইতিহাস চর্চার প্রকৃতি' এবং তৃতীয়, চতুর্থ ও পঞ্চম অধ্যায়ে 'উপন্যাসে বাংলার ইতিহাস প্রসঙ্গ ব্যবহারে বঙ্কিমচন্দ্রের নিষ্ঠা ও চেতনা' সম্পর্কে আলোচনা করেছি। 'উপসংহার' টেনেছি বঙ্কিমচন্দ্রের ইতিহাস চর্চা ও চিন্তার একটি সামগ্রিক মূল্যায়নের মধ্য দিয়ে।

ছাত্রাবস্থাথেকেই বাংলাদেশের ইতিহাস ও বঙ্কিম-সাহিত্যের প্রতি আমার সু-গভীর অনুরাগ ছিল। উত্তরবঙ্গের ফালাকাটা কলেজে অধ্যাপনা করতে এসে, উত্তরবঙ্গ বিশ্ব-বিদ্যালয়ের বাংলা বিভাগের অধ্যাপক এবং বর্তমানে আসাম বিশ্ববিদ্যালয়ের বাংলা বিভাগের প্রধান ডঃ তপোধীর ভট্টাচার্য মহাশয়ের সঙ্গে পরিচয়ের ফলে আমার এই অনুরাগে সুতীব্র মাত্রাযুক্ত হল। তিনি আমার এই অনুরাগের সঙ্গে অনুসন্ধান প্রবৃত্তিকে অন্বিত করে দিলেন। তাঁর সস্নেহ প্রশ্রয় ও কঠোর শাসনে আমার এই গবেষণা পত্র নির্মিত।

আর দু'জনের কথা বলতে হয়, যাদের কথা না বললে সব বলা অসম্পূর্ণ থাকে, যাদের তাড়না ও প্রেরণায় আমার গবেষণার কাজ শেষ হতে পারল, তারা, শ্রীমতী নন্দা ও শ্রেয়সী ভট্টাচার্য্য, আমার জায়া ও কন্যা।